

৬.২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা

স্থায়ী আদেশ নং-৬/মূসক/৯২

তারিখ : ২১/০১/১৯৯২

বিষয় : দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্য গ্রহণ প্রসঙ্গে।

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ৫(২) ধারা অনুযায়ী উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। বিধি ৩ (১) অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে পণ্য সরবরাহের আগেই মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মূল্য অনুমোদন গ্রহণের বিধান বলবৎ আছে। অনুমোদিত মূল্যের ভিত্তিতেই সরবরাহযোগ্য পণ্যের ওপর মূল্য সংযোজন কর প্রদানযোগ্য।

২। স্বাভাবিক সরবরাহের পাশাপাশি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুমোদিত মূল্যের পণ্য দরপত্রের মাধ্যমে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। এসব ক্ষেত্রে দরপত্রে উল্লিখিত মূল্য অনুমোদিত মূল্য হইতে কম/বেশি হওয়ার কারণে সরবরাহযোগ্য মালামালের ওপর মূসক আদায়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

৩। বোর্ড পর্যায়ে বিষয়টি পর্যালোচনা করা হইয়াছে। মূল্য সংযোজন কর আইনে পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরবরাহকারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত মূল্য ব্যতীত ভিন্নতর (কম/বেশি) কোনো মূল্য দরপত্রে উল্লেখ করিয়া থাকিলে উক্ত মূল্যকেই পণ্যের মূল্য হিসেবে বিবেচনা না করার যুক্তিযুক্ত কোনো কারণ নেই। কাজেই সরকারি/আধা সরকারি বা বেসরকারি কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কাছে দরপত্রের মাধ্যমে কোনো পণ্য সরবরাহ করা হইলে দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্যকেই মূসক প্রদানের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করার ব্যাপারে বোর্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। সে অনুযায়ী অনুমোদিত কম/বেশি মূল্যের পরিবর্তে দরপত্রে গৃহীত মূল্যে যে পরিমাণ পণ্য সরবরাহ করা হইবে শুধুমাত্র ঐ পরিমাণ পণ্যের ক্ষেত্রেই দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্যের ভিত্তিতে মূল্য সংযোজন কর প্রদানযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, মালামাল সরবরাহের পূর্বেই সরবরাহকারীকে দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি, দরপত্রের কপি এবং দরপত্রের বিপরীতে মালামাল সরবরাহের চূড়ান্ত আদেশ, ইত্যাদি অনুলিপি সম্পর্কিত তথ্যাদি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকেট অবগতির জন্য প্রেরণ করিতে হইবে। এ আদেশের আওতাধীন ক্ষেত্রে দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্যের অনুমোদনের জন্য সরবরাহকারীকে পৃথক কোনো আবেদন করিতে হইবে না, এইরূপ পণ্য সরবরাহ এর ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এবং তাহার অধীনে প্রণীত বিধির আওতায় অন্যান্য সকল প্রযোজ্য আনুষ্ঠানিকতা যথাযথভাবে পালনীয়।

৪। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৩৮-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বোর্ডের উপরিউক্ত আদেশ জারি করা হইল।

(মোঃ জহুরুল হক)
প্রথম সচিব (মূসক-১)

উৎস : মূল কপি।

০৩। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের নিকট দাবিকৃত ভ্যাট বা অর্থদণ্ডের বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের স্থান পরিবর্তনের ঘোষণাপত্র দেয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে প্রতীয়মান হয়। এই প্রেক্ষিতে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নিবন্ধন পরিবর্তনের আবেদন বিবেচনার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না।

(মুহম্মদ জাকির হোসেন)

দ্বিতীয় সচিব

মূসক (নিরীক্ষা ও অভিঃ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

নথি নং-৮(২)মূসক-নী: ও বা:/৯৫(অংশ-১)/৪৩৯(১-৭)

তারিখ : ২২.০৩.২০০৯

বিষয় : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থায়ী আদেশ নং-৬/মূসক/৯২, তারিখ : ২১.০১.১৯৯২ এর মূল্যায়ন পদ্ধতি স্পষ্টীকরণ সংক্রান্ত বোর্ডের দিক-নির্দেশনা প্রসঙ্গে।

- সূত্র :
- ১। কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ) এর পত্র নং-৪(৬)৩৯ বাস্তবঃ পণ্য/অনুমোদন/প্যারাডাইস ক্যাবলস/০৮/৩৪৫, তারিখ : ২১.০৫.২০০৮।
 - ২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-৮(২) মূসক-নী: ও বা:/৯৫(অংশ-১)/১২৮ তারিখ : ০৪.০৪.২০০৫।
 - ৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-৮(২)মূসক-নী: ও বা:/৯৫(অংশ-১)/৭৫, তারিখ : ১৭.০৭.২০০৮
 - ৪। বিআরবি ক্যাবল ইন্ডাস্ট্রিজ লি:-এর পত্র নং-বিআরবি/ডি.ও/৪৯, তারিখ : ০৩.০৮.২০০৮ এবং পত্র নং-বিআরবি-২১৯/৮৯৩৭, তারিখ-২৬.১১.২০০৮।
 - ৫। মবিল যমুনা লুব্রিকেন্টস লি:-এর ১৪.০১.২০০৯ খ্রিঃ তারিখের আবেদন পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রসমূহের বরাতে তাঁর সানুগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থায়ী আদেশ নং-৬/মূসক/৯২, তারিখ : ২১.০১.১৯৯২ এর মাধ্যমে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা, এনজিও ও লিমিটেড কোম্পানির অফার/কোটেসন/চুক্তিপত্র বা সমঝোতার মাধ্যমে উল্লিখিত মূল্যকে অর্থাৎ Transaction মূল্যকে মূসক আরোপযোগ্য মূল্য হিসেবে গণ্য করার বিধান করা হয়েছে। পরিবর্তিত ব্যবসায়িক প্রেক্ষাপটে এবং ব্যবসায় বাস্তবতার আলোকে উক্ত সাধারণ আদেশটি স্পষ্টীকরণ ও যথাযথভাবে পরিপালনের লক্ষ্যে সূত্রোক্ত ২নং পত্রটি জারি করা হয়। ইতবৎসরে, উক্ত স্পষ্টীকরণ পত্রটির ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের মূসক কমিশনারেট হতে আপত্তি উত্থাপিত হওয়ার প্রেক্ষিতে সূত্রীয় ৩নং পত্রের মাধ্যমে ২নং পত্রের কার্যকারিতা স্থগিত করা হয়।

০৩। মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ব্যবস্থায় পণ্য সরবরাহের বিপরীতে প্রাপ্ত পণ (Transaction Value) মূসক আরোপের ভিত্তিমূল্য হিসেবে বিবেচিত হয়। মূলত: কোনো পণ্য মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি একটি স্বাভাবিক ঘটনা- এটি কোনো Constant বিষয় নয়। সার্বিক

পর্যালোচনায় অফার/কোটেশন/চুক্তিপত্র বা সমঝোতার মাধ্যমে পণ্য সরবরাহের বিপরীতে প্রাপ্ত পণ (Transaction Value) কে মূসক আরোপের ভিত্তিমূল্য তথা মূসক আরোপযোগ্য মূল্য হিসেবে গণ্য করা সমীচিন বলে বোর্ড মনে করে। তবে সেক্ষেত্রে নিম্নরূপ শর্তাদি আবশ্যিকভাবে পরিপালন করতে হবে, যথা :

(ক) শুধুমাত্র নিবন্ধিত উৎপাদনকারী এবং সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ব্যাংক, বীমা, এনজিও ও লিমিটেড কোম্পানির নিকট অফার/কোটেশন/চুক্তিপত্র বা সমঝোতার মাধ্যমে সরবরাহকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চুক্তিমূল্য মূসক আরোপযোগ্য মূল্য হিসেবে বিবেচ্য হবে;

(খ) চুক্তিপত্র/সমঝোতার ভিত্তিতে পণ্য সরবরাহের পরবর্তী সময়ে পরিচালিত কোনো তদন্তে মূসকযোগ্য মূল্য প্রকৃত বিক্রয় মূল্যের চেয়ে কম ছিল মর্মে তথ্য পাওয়া গেলে পণ্য সরবরাহকারীর নিকট থেকে পার্থক্য-জনিত মূসক আদায়সহ পণ্য সরবরাহকারী ও পণ্য গ্রহীতার বিরুদ্ধে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

(গ) চুক্তিপত্র/সমঝোতার ভিত্তিতে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধ ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পাদিত হতে হবে;

(ঘ) চুক্তিপত্র/সমঝোতার ভিত্তিতে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চুক্তিপত্রের কপিসহ বিভাগীয় দপ্তরে মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে উদ্ধৃত মূল্যে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ও হার উল্লেখযোগ্যভাবে কম বা নেতিবাচক হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা শুনানীর সুযোগ প্রদানপূর্বক যুক্তিসঙ্গত মূল্য সংযোজন প্রদর্শন করে করারোপযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করতে পারবেন এবং সে মূল্যের ওপর পরবর্তীতে মূসক পরিশোধ/সমন্বয়যোগ্য হবে; এবং

(ঙ) চুক্তিপত্র/সমঝোতার ভিত্তিতে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সরবরাহ গ্রহণের পর সরবরাহ গৃহীতার সরবরাহ গ্রহণের স্বপক্ষে একটি ঘোষণাপত্র (পণ্যের সরবরাহ মূল্য ও পরিমাণ উল্লেখসহ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার দপ্তরে দাখিল করতে হবে।

০৪। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, আলোচ্য ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে জারিকৃত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-৮(২) মূসক নী: ও বা:/৯৫(অংশ-১)/১২৮, তারিখ : ০৪.০৪.২০০৫ বাতিল বলে গণ্য হবে।

(মোহাম্মদ ফাইজুর রহমান)
দ্বিতীয় সচিব, মূসক (নীতি ও বাজেট)